ü`q Rvbvjv

হৃদয় জানালা খুলে দিয়ে নিজের কথা, প্রেমের কথা, বিচ্ছেদের কথা জানাতে পারেন। পারেন চিঠি লিখে মান ভাঙাতে। ক্ষমা চাইতে পারেন, নতুন করে শুরু করতে পারেন...

লোকটি শুধুই পরিচিত ছিল...

দিনটি ছিলো ১৬ মার্চ, ২০০৪। পড়তে যাচ্ছিলাম স্যারের বাসায়। তার বাসার সামনে এসে দেখলাম একটা ছেলে খুব মনোযোগ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। তাকে পাশ কেটে চলে গেলাম। স্যারের বাসায় পৌঁছে দেখি হরতালের কারণে প্রাইভেট পড়া বন্ধ। ফিরে যাচ্ছি বাসায়, পথে আবার সেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা। একটা লোককে আমার কথা জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু ওসবে আমার কোনো খেয়াল নেই। একা একা হাঁটছি দ্রুত পা ফেলে, ছেলেটা আমার পেছন পেছন জিজ্ঞেস করল, আপু শুনুন-

আচমকা আপু ডাক শুনে চমকে উঠলাম। পেছন ফিরে দেখি ছেলেটি করুণ এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কিছু বলছেন? বললো, হ্যাঁ। আপনার নামটা কি জানতে পারি ?

আমি তার সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম, সে আমার সঙ্গে বাসা পর্যন্ত যাবার অনুমতি চাইল। আমি বললাম, আপনার কোনো সমস্যা না থাকলে চলুন। যেতে যেতে আমাকে তার অফিসের একটা কার্ড দিলেন। সরাসরি বলেও ফেললেন- তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে এই ঠিকানায় চিঠি বা ফোন করতে পারো।

এক পর্যায়ে সে আমাকে বন্ধুত্বের আহ্বান জানান। তার সম্পর্কে বেশি কিছু জানার আগ্রহ আমার কখনো হয়নি। কারণ প্রয়োজন মনে করিনি। শুধু নামটা এবং তার ঠিকানা জানতাম। এর বেশি কিছু জানতাম না। তবে মাঝে মাঝে ফোনে বিরক্ত করতাম। মাসে একবার কিংবা দু'মাসে একবার দেখা হতো। কথাবার্তা বলে কিছুটা সময় কাটাতাম, বন্ধু হিসেবে আমার পক্ষ থেকে তাকে আমি অনেক কিছু গিফট করতাম। বয়সের ব্যবধান থাকার কারণে তার অনুরোধ থাকা সত্ত্বেও তুমি বলতে পারতাম না। কখনো এমন কিছুও আমার মনে আসেনি যে তাকে আমি বিয়ে করবো।

আসলে লোকটি বহুরূপী ছিলো। বন্ধু ভেবে নিয়ে প্রেমিক সেজে বসে রইল। কিন্তু ওসব ভাবাভাবির মধ্য আমি নেই। বন্ধুত্ব পর্যন্ত আমার চাহিদা লোকটি মাঝে মাঝে আমার কাছে টাকা চাইতেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হওয়ায় খুব বেশি টাকা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। তিন বা চারশ' পর্যন্ত দিতে পারতাম। এভাবে চলছিল। আমার এইচএসসি পরীক্ষার আগে আমার কাছে অনেকগুলো টাকা ধার চাইলো। যা চেয়েছেন তা দিতে পারিনি। কিন্তু অর্ধেক দিয়েছি। টাকা নিয়ে সেই যে গেলেন আর কখনো আমাকে ফোন করেননি একদিন আমি তাকে ফোন করেছিলাম। কিন্তু জানতে পারলাম তিনি অফিসে নেই। পরে তার এক বন্ধুর নাম্বারে ফোন করে পেলাম। তখনো তার দাবি ছিলো বাকি অর্ধেক টাকার। কিন্তু আমার মতো মেয়ের পক্ষে সে টাকা দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আমাকে তার বর্তমান ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন এই ঠিকানায় টাকা মানি অর্ডার করতে। কিন্তু আমি টাকা দিতে পারিনি। এরপর ও অনেক দিন আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি। বেশ কয়েক মাস পর বন্ধুত্বের খাতিরে তাকে একটা ফোন করেছিলাম কিন্তু পাইনি। এ ফাঁকে আমার এক আত্মীয়কে খুঁজে নিয়ে ঠিক আমার হাতের লেখার মতো করে তাকে দিয়ে খুব বিশ্রী ভাষায় একটা চিঠি লিখে নিয়ে আমার আত্মীয়কে দেখালেন এবং বললেন ও আমাকে সব সময় বিরক্ত করে। বিয়ে করতে চায়। জানি না কেন সে এমন করলো। লোকটির কারণে আজ আমার জীবনটা ধ্বংসের মুখে। পুরো বিষয়টা কাউকে বলতে না পেরে একা কেঁদে কেঁদে শেষ হয়ে যাচ্ছি। আর কেউ যেন এমন প্রতারণার শিকার না হয়।

লিপি

মুঠোফোনে ভালোবাসা

মিসকল থেকে পরিচয়। এভাবে কল, মিস কল আপনি থেকে তুমি। কথা হলো শুধুই বন্ধুত্ব অন্য কিছু নয়, রাজি হলাম। ভোরে ঘুম থেকে জেগেই ফোন করতাম। বলতাম, তোমার কণ্ঠ না শুনে দিনটা শুরু করতে ইচ্ছে করে না। বলতো, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব সারা জীবন থাকবে। প্রতি ঘন্টার মিশ কল দিতে হবে- কড়া শাসন। আমার কথা বন্ধু বন্ধুকে প্রতি ঘন্টায় মনে করার দরকার কি? আমরা তো প্রেমিক-প্রেমিকা না। আমি আমার হলো বন্ধুকে প্রতি ঘন্টায় প্রতি সেকেন্ডে মনে করবো সেটা আমার ব্যাপার- কথায় অভিমানের সুর। ১৪ ফেব্রুয়ারি ফোনে বললাম, ভালোবাসা দিবস হিসেবে কোনো উপহার পাব না? অফিসের কাজকর্মে মন বসে না, সমস্ত অনুভবে সেই আমার বন্ধুটি। কি রাত কি দিন, সুযোগ পেলেই ফোন। গভীর রাতে জেগে মিসকল দিতো। আমি করতাম কল। বলত, কি দরকার ছিল, মিসকল দিলেই তো হতো। বলতাম সেগুনের কাজ কখনো শিমুলে হয় না। হাসতো। চলতি মাসের ২৯ তারিখ আমাদের প্রথম দেখা হবার কথা। এখন শুধুই প্রতীক্ষা...।

সফিক কাদের

হাবিব ফার্মেসি, ডাক বাংলো রোড, পো-পটিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম

কে সেই ময়ূরাক্ষী

সাইমুম সেলিম, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর আপনাকে দু'কলম লিখছি, কিছুটা কৌতূহলে, কিছুটা সহমর্মিতায়, আর কিছুটা ভালোলাগায়। আপনার লেখাটি আমার ভালো লেগেছে। যদিও কিছু কষ্ট, কিছু যন্ত্রণার কথা আপনি লিখেছেন। আমি জানি না আপনার কিসের কষ্ট! না বলা কী যন্ত্রণায় আপনি নীল হয়েছেন। আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে। 'ময়ূরাক্ষী' নামটি প্রথম আমি পেয়েছি হুমায়ূন আহমেদের লেখায়। দ্বিতীয়বার পেলাম আপনার লেখায়। 'ময়ূরাক্ষী'-এ স্বপ্নিল নামে কাকে আপনি সম্বোধন করেন? কার কাছে, কাকে উদ্দেশ্য করে আপনার কষ্টের ফুলগুলো আপনি নিবেদন করছেন? জানতে প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে, জানাবেন কি? আমি খুবই সাধারণ একজনা। সবদিক দিয়েই সাধারণ। আর সাধারণ বলেই হয়তো সাধারণ একজনের কষ্টগুলো আমাকে ছুঁয়েছে। যদি জানান, আপনার কষ্টের ভাগ নেব। দুঃখগুলো ভাগ করবেন কি? যদি করতে চান, কষ্টের ভাগ দিতে চান, তাহলে হৃদয় জানালা বিভাগে জানিয়ে দিলে খুবই খুশি হবো। ভাববো, অন্তত একজন যন্ত্রণাহত পাখির যন্ত্রণা কিছুটা হলেও লাঘব করতে পারছি।

একজনা

চিরকূট

জন্মদিনে শুভেচ্ছা, কাছের মানুষটি কথা বলছে না, চিঠি পৌঁছাবে না, চিরকূট লিখুন। লিখতে পারেন বন্ধু চেয়ে... লেখা ছোট হতে হবে...

জীবনের প্রাপ্তি

ভালোবাসা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি। তাই প্রেমের মাঝেই জীবন উৎসর্গ করতে চাই।

মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন, পিতা মৃত : আবুল কালাম আজাদ, মিরপাড়া (কচিকাঁচা একাডেমীর পূর্ব পার্শ্বে), পোস্ট+থানা+জেলা: নাটোর-৬৪০০

শিরোনামহীন গদ্য

নব্বই দশকের শেষের দিকে একজনকে ভালো লাগত। ভালোলাগার কথাটা তাকে কখনো বলার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। বলবো ভেবে যখন তার মুখোমুখি হবার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন জানলাম সপ্তাহখানেক আগেই কেন জানি সে আত্মহত্যা করেছে। তারপর মনের পিঞ্জরে আর কড়া বাজল না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অর্ধেক শেষ হয়ে গেল, নিঃসঙ্গই থেকে গেলাম। কেউ কি আসবে না কড়া নাড়তে! আজও প্রতীক্ষায় আছি।

হিমেল, ইনোসেন্ট লজ
ইসলামপুর, কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪

দুজনে দুজনার

এই একাকী জীবনে একজন প্রয়োজন, যা এতোদিন পর বুঝলাম। এমন কেউ আছেন একা? তাহলে আমাকে আজই লিখুন! দুজনারই একাকিত্ব দূর হবে। অপেক্ষায় আছি আমি।

তাজরিন জাহান, প্রযত্নে : জেনারেল স্টোর (সেন্ট পল্‌সের সমানে), মংলা, বাগেরহাট

অজানা তুমি

তোমাকে স্বপ্নে দেখি কারণ/ বাস্তবে দেখেছি বলে।/ তোমাকে ভালোবাসি কারণ/ তুমি ঘৃণা করো বলে।/ তোমাকে নিয়ে তর্ক করি কারণ/ তুমি সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকো বলে।

রিয়াজ, (রামকৃষ্ণ পল্লী) হার্ট ফাউন্ডেশন রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী-৬০০০

জীবন সাথী

ভনিতা নয়, সরাসরি বিবাহিত জীবনের প্রতি আকর্ষণ রেখে দেশে/প্রবাসে অবস্থানরত সরকারি/বেসরকারি চাকরিরত/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুন্দর মনের যুবককে জীবন সাথী হিসেবে প্রত্যাশা করছি। শুধু (উত্তরবঙ্গের) বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

নিলা, পোস্ট বক্স-৩৯, বগুড়া-৫৮০০

ভালোবাসায় বসবাস

প্রেমকে আঁকড়ে ধরে যারা সুশৃঙ্খল সমাজ ও শান্তির নিবাস সৃষ্টি করেছে, আমি তাদের একজন হতে চাই। জানি না আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কোনো পরিবারের মন আকৃষ্ট করবে কি না।

এমএস রকি, আবুল খায়ের মিস্ত্রীবাড়ি, আবদুল্লাহপুর, ফতেপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

তোমাকে ছাড়া

ভালোবাসা মেপে যদি দেখানো যেত, দেখাতাম তোমায় আমি কতো ভালোবাসি। তুমি কেন উপলব্ধি করতে পারছ না, আমার জীবন তোমাকে ছাড়া অচল?

এমএনএইচ মাসুম খান, পূর্ব গাটিয়া ডেঙ্গা, নলুয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

টুনি তোমাকে

তোমায় দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। অনেক দিন তোমায় দেখি না। জানি তুমি এখন আমায় ঘৃণা করো। কিন্তু তোমার ঘৃণা আমার গহিনে পৌঁছায় না। বন্ধু হয়ে তুমি বহু বছর ছিলে, এখন আর তুমি বন্ধু নও। একি হয়!

তোমার পাশেই এই আমি
ঢাকা

ঘুম আসে না...

মোবাইল রিসিভ করতেই বুঝতে পারলাম রং নম্বরে মেয়ে কণ্ঠের আওয়াজ। স্বপ্নকন্যা নিজেই আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যাকুল। সেই রাতে আর ঘুম হলো না। হয়তো মোবাইলকন্যা কেড়ে নিয়েছে আমার ঘুম। মোবাইলকন্যা ফোন না করলে আমার ঘুমই হয় না। জানি না এর শেষ কোথায়।

মিঠু, ২৪৮ শান্তিবাগ, মালিবাগ

শূন্য হৃদয়

এই পৃথিবীতে আমি একা। একাকিত্বের জীবনে নিজেকে অসহায় মনে হয়। এমন কেউ আছেন কি যিনি আমাকে প্রেমের স্বপ্নীল ছোঁয়া দিয়ে মরুময় হৃদয়টাকে সুন্দর করে সাজাতে পারেন।

সোয়েব, প্রযত্নে : আব্দুল ওয়াহাব, গ্রাম+পো: এরুলিয়া, জেলা : বগুড়া

সাভারের জলকন্যাকে

৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় আপনার 'নিজস্ব কিছু অনুভূতি ও তার যন্ত্রণা' লেখাটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে বিভিন্ন রকম অনুভূতি প্রকাশ পেয়ে থাকে। সবাইকে সমানভাবে দেখা ঠিক নয়। সবাহ তো আর আবশ্বাসা, বিশ্বাসঘাতক নয়। কাউকে ভালোবেসে বিশ্বাস করে কারো কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করা প্রচন্ড ভুল নয়। সবাই তো আর আপনাকে ফিরিয়ে দেবে না। প্রথমে মানুষের মনটাকে যাচাই করুন। আমি চাই না নীল আকাশে উড়ন্ত কোনো পাখিকে বুলেটে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিতে। আমিও যে এক একাকী যুবক পাখি।

যুবক পাখি , প্রযত্নে: ইনসিগনিয়া
বক্স নং : ৩১০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল : auchenapakhee@yahoo.com

'একজনা'র তরে নিবেদন...

অতো বেশি নিকটে এসো না, তুমি পুড়ে যাবে/ কিছুটা আড়াল কিছু ব্যবধান থাকা খুব ভালো/ বিদ্যুৎ সুপরিবাহী দুটি তার/ বিজ্ঞানসম্মতভাবে যতোটুকু দূরে থাকে/ তুমি ঠিক ততোখানি নিরাপদ কাছাকাছি থেকো/ সমূহ বিপদ হবে... এর বেশি নিকটে এসো না/ আমি না হয়... ভুল করেছি/ ভুল করেছি নষ্ট ফুলের পরাগ মেখে.../ কী দিয়ে মুছবে বলো আগুনের জল?

সাইমুম সেলিম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বন্ধুত্বের আহবান

■ ভালো লাগে শরতের স্নিগ্ধ সকাল, দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ, সবুজ অরণ্য, সমুদ্র সৈকত, নির্মল চাঁদনী রাত। শখ বই পড়া, গান শোনা; আর ভ্রমণপ্রিয় এই যুবকটি বন্ধুত্বের নেশায় বড্ড উদ্গ্রীব। লিখতে পারেন যে কেউ।

শাহেদ, প্রযত্নে : রবিউল আলম, সিটি পলি টেকনিক ইনস্টিটিউট ভবন, নিচতলা, বাড়ি নং-৪৩, রোড নং-১০১, বিএডিসি রোড, খালিশপুর, খুলনা

■ হৃদয়-মন নীল আকাশের মতো উজাড় করে ভালোবাসতে পারে এমন মেয়েরা যোগাযোগ করতে পারেন। হৃদয়ে অব্যক্ত লুকানো কথামালা শুনতে শুনাতে কোনো সুহৃদ মানবী...। যাকে বন্ধুর মতো অকপটে সব কল্পনা ভাবনা, শিহরণ জাগাতে পারি...।

শিহাব, ০১৭২১২১১৭২, ঢাকা

■ নিকট বন্ধু আমার অনেকেই আছে, দূরের বন্ধু সংকটে আছি। আশপাশে অনেক বন্ধু থাকলেও সবাইকে কি মন খুলে প্রাণের কথা বলা যায়? নিশ্চয়ই না। মন খুলে প্রাণের কথা বলার এবং শোনার মতো দূরের বন্ধুর প্রত্যাশা করছি। যেকোনো উদার মনের মানুষ ভালো বন্ধু হওয়ার ইচ্ছায় লিখতে পারেন।

এন. করিম, প্রযত্নে : পাঠকবন্ধু লাইব্রেরি, বারইয়ারহাট পৌরসভা, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬